যেভাবে চিনবেন
ভালোমন্দ ফ্রিল্যান্সিং সাইট

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং আমাদের জন্য বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের জন্য এক অভাবনীয় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সরকারের ঘোষিত প্রত্যেক পরিবারে একজনের জন্য কর্মসংস্থানের যে অঙ্গীকার, তা বাস্তবায়নেও এই খাত বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে।

আমরা লক্ষ করেছি, আমাদের দেশের অনেক তরুণ খুবই সফলতার সাথে অন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক তরুণ তাদেরকে অনুসরণ করে এই পেশায় যুক্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

কমিশন প্রথার মাধ্যমে আয়

প্রধানমন্ত্রীর অফিসে এটুআই প্রোগ্রামের 'আর্নিং বাই লার্নিং' প্রজেক্টের মাধ্যমে সরকার ফ্রিল্যান্সিংকে জনপ্রিয় ও কার্যকর করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ সফটওয়্যার শিল্পের প্রতিষ্ঠান বেসিস প্রতিবছর সেরা ফ্রিল্যান্সার অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে উৎসাহিত করছে।

এমন অবস্থায় ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের জনপ্রিয়তা ও মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু উদ্যোক্তা নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে বোকা বানাচ্ছে এবং প্রতারিত করছে। যদিও আমরা জানি, বিশ্বের সব জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসের (www.odesk.com, www.freelancer.com, www.vworker.com) রেজিস্ট্রেশন ফ্রি, কিন্তু এরা এসব সাইটে রেজিস্ট্রেশনের ফির (১০ ডলার থেকে ১০০ ডলার) মাধ্যমে তরুণদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এবং এক সময় তাদের ওয়েবসাইটটি বা ব্যবসায়টি বন্ধ করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এসব প্রতারক কমিশনের লোভ দেখিয়ে নতুন নতুন তরুণকে তাদের এই ওয়েবসাইটে নিয়ে আসে। ফলে নতুন ফ্রিল্যান্সারেরা তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করা বাদ দিয়ে নতুন নতুন তরুণকে নিজের নেটওয়ার্কে নিয়ে আসতে সময় ও মেধা ব্যয় করে।

যারা বেশ কয়েক বছর ধরে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের সাথে জড়িত তারা জানেন, এই পেশার মূল যোগ্যতা হলো যেকোনো বিষয়ে দক্ষতা। ফ্রিল্যান্সারেরা তাদের দক্ষতার বিনিময়ে উপার্জন করেন এবং এই কাজ করতে করতে তাদের দক্ষতা বাড়তে থাকে। কিন্তু ফ্রডল্যান্সিং সাইটগুলোতে ক্লিকের মাধ্যমে উপার্জনের কথা বলা থাকে। আমরা জানি শুধু ক্লিকের মাধ্যমে কোনো দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব নয় বরং কিছুদিন পর আগ্রহ ধরে রাখাও কঠিন। সুতরাং শুধু ক্লিক করাকে কখনো পেশা হিসেবে নেয়া উচিত হবে না।

দেখা যায়, যে ৭০০০ টাকা দিয়ে সে রেজিস্ট্রেশন করেছিল সেই টাকা উঠাতে উঠাতে সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অনেকে আবার সাইবার ক্যাফেতে বসে বসে এসব ক্লিক করে। ফলে সে যা আয় করে তার সিংহভাগই তার খরচ হয়ে যায়। এর মধ্যে দেখা যায় এসব সাইট মাঝেমধ্যেই বন্ধ থাকে। ফলে যারা ক্লিক করতে চান, তারা ওই দিনের টাকাটা পান না। অনেক সময় তাদের সার্ভার একাধারে কয়েক দিনও বন্ধ থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র তাদের মূল্যবান লেখাপড়ার সময় দেখা যায় এসব ক্লিক বা নতুন নতুন ক্লায়েন্ট ধরতে ব্যয় করে। ফলে তার পড়ালেখাতেও এর খারাপ প্রভাব পড়ে।

এর একটি সামাজিক দিকও কিন্তু রয়েছে। দেখা যায় নতুন নতুন ক্লায়েন্ট ধরে সেক্ষেত্রে পরিচিতজনকেই তার নেটওয়ার্কে নেয়ার চেষ্টা করে। পরে যখন সাইটি বন্ধ হয়ে যায় তখন সে অনেক সময় বন্ধুর মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছে মনে করে থাকে। ফলে অনেক সময় বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে।

সর্বোপরি অর্থের বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন, কমিশন প্রথার মাধ্যমে মূল ফ্রিল্যান্সিং কাজ থেকে বিভ্রান্ত করা, কোনোরূপ দক্ষতার সুযোগ না থাকা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই ধরনের ফ্রিল্যান্সিং কাজকে বিভ্রান্ত করছে, কেননা এসব কোম্পানি চটকদার বিজ্ঞাপন ও কমিশন ব্যবহার করার মাধ্যমে ৩ থেকে ৪ লাখ পর্যন্ত লোককে রেজিস্ট্রার করেছে। ফলে একেকটি কোম্পানি বাজার থেকে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। এই বিশাল পরিমাণ টাকা নিয়ে তারা যেকোনো সময় ব্যবসায় বন্ধ করে দেশত্যাগ করতে পারে। সম্প্রতি স্কাইল্যান্সার নামের কোম্পানির স্বত্বাধিকারী কয়েকশ' কোটি টাকা নিয়ে দেশত্যাগের প্রাক্কালে ধানমন্ডি থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

নিচে টেবিলের মাধ্যমে ভালো ও খারাপ ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

কিছু অসাধু লোকের কারণে আজকে পুরো ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরটি হুমকির মুখোমুখি। আশা করি, যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন কোনো সাইটের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং করতে যাবেন, তখন সতর্কতার সাথে উপরোল্লিখিত ছকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে নেয়া উচিত।

ফ্রিল্যান্সিং সাইটের তুলনা

ক্রম	বৈশিষ্ট্য	ভালো সাইট	খারাপ সাইট
০১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	নেই	আছে (১০ থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত)
০২.	কমিশন প্রথা	নেই	খুবই প্রকট
০৩.	প্রয়োজনীয় দক্ষতা	কিছুটা হলেও দরকার	দরকার নেই
০৪.	দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ	ধীরে ধীরে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়	নেই
০৫.	অর্থিক ঝুঁকি	কোনো ঝুঁকি নেই	প্রচণ্ড ঝুকিপূর্ণ
০৬.	বায়ার র‍্যাঙ্কিং ও রিভিও	আছে	নেই
০৭.	কোডার র‍্যাঙ্কিং ও রিভিও	আছে	নেই
০৮.	ফ্রিল্যান্সারদের মাঝে জনপ্রিয়তা	জনপ্রিয়	খুবই অজনপ্রিয়
০৯.	সফল ফ্রিল্যান্সারদের রিভিও/বক্তব্য	খুব ভালো	খুব খারাপ
১০.	মিডিয়া বক্তব্য	প্রশংসনীয়	প্রতারণামূলক
১১.	ফেসবুক বা অন্য মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের রিভিউ	প্রশংসনীয়	সার্ভার অনেক সময় বন্ধ থাকে
১২.	অন্য সার্ভিস কেনার জন্য	বিনিয়োগ নেই	আছে
১৩.	পরিচালিত হয়	আন্তর্জাতিকভাবে	বাংলাদেশের মধ্যে
১৪.	কাজের সংখ্যা	প্রচুর	কাজের সংখ্যা খুবই সীমিত

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com